ত্রিপুরা পুলিশ আইন - ২০০৭

পুলিশী দায়বদ্ধতা কমিশন
ও
আপনার অধিকার সম্পর্কে জানুন

বিচারপতি অলোকবরণ পাল

রাজ্য পুলিশ কমিশনের প্রধান

আগরতলা • ত্রিপুরা

ত্রিপুরা পুলিশ কমিশন কী ও কেন

ত্রিপুরা পুলিশী দায়বদ্ধতা কমিশন (সংক্ষেপে পুলিশ কমিশন) গঠিত হয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ আইন ২০০৭ ইং অনুযায়ী। উদ্দেশ্য পুলিশের কাজকর্ম ও ক্ষমতার প্রয়োগ আইনের অনুশাসন অনুযায়ী হচ্ছে কিনা নজর রাখা, বেআইনি কাজ, ক্ষমতার অপব্যবহার, অতিব্যবহার, দুর্ব্যবহার, দুর্নীতি ও মানব অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ও ক্ষেত্র-গুলোকে চিহ্নিত করে রাজ্য সরকার ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে উপযুক্ত প্রতিকার ও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করা। একজন চেয়ারপার্সন ও চারজন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়েছে। হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কমিশনের চেয়ারপার্সন।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানো যাবে :

(১) বেআইনি গ্রেপ্তার, গ্রেপ্তার ছাড়া আটক, গ্রেপ্তারের সময় স্মারকলিপি না দেওয়া, গ্রেপ্তারের কারণ পুলিশ ডায়েরীতে না লেখা, গ্রেপ্তারের পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে আটক ব্যক্তিকে হাজির না করা।

(২) আটক ব্যক্তিকে তার পছন্দমতো উকিল নিয়োগ বা উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে না দেওয়া, বিনামূল্যে আইনী সহায়তা পাওয়ার সুযোগ সম্বন্ধে তাকে অবহিত না করা।

(৩) আটকের সময় বা পুলিশ হাজতে থাকাকালীন শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করা।

(৪) অপরাধ সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ বা নালিশ গ্রহণ না করা, তদন্তযোগ্য অপরাধের খবর পেয়েও তদন্ত শুরু না করা, মৌখিক অভিযোগ গ্রহণ না করা,

অভিযোগের প্রতিলিপি অভিযোগকারীকে না দেওয়া।

(৫) খুন, জখম, ধর্ষণ এবং অন্যান্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ করা।

(৬) ঘুষ বা অন্য কোনো দুর্নীতিতে লিপ্ত থাকা।

(৭) পুলিশ কর্তৃপ(র কাছে নালিশের পর অভিযুক্ত(পুলিশ কর্মচারীর বি(দ্ধে বিভাগীয় তদন্তে অযথা বিলম্ব করা, তদন্তের অগ্রগতি ও ফলাফল সম্পর্কে অভিযোগকারীকে না জানানো।

(৮) জীবন, স্বাধীনতা, সমতা ও মর্যাদার মতো গু(ত্বপূর্ণ মানব অধিকার লঙ্ঘন করা।

(৯) অভিযোগকারীকে অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য ভয়, ভীতি বা অন্য উপায়ে চাপ সৃষ্টি করা।

(১০) আইন অনুযায়ী মীমাংসা অযোগ্য অপরাধের (ে ত্রেও মীমাংসার জন্য চাপ সৃষ্টি করা।

কীভাবে অভিযোগ জানাবেন :

☞ সাদা কাগজে নালিশের বিবরণ লিখুন। সহজ ভাষায় ঘটনা সম্পর্কে যতটুকু জানেন ঠিক ততটুকুই লিখুন। মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত করে কিছু লিখবেন না।

☞ যার বি(দ্ধে নালিশ তার নাম, ঠিকানা, কোন পদে কাজ করেন ইত্যাদি জানা থাকলে লিখবেন। অন্ততঃ কোন্ থানায় বা অফিসে অভিযুক্ত(পুলিশ কর্মী কাজ করেন অবশ্যই লিখবেন।

☞ অভিযোগ পত্রে আপনার স্বা(র ও যোগাযোগের ঠিকানা দেবেন। সা(ী থাকলে তাদেরও নাম ঠিকানা দেবেন। প্রমাণপত্র কিছু থাকলে তার প্রতিলিপিও দিতে পারেন।

☞ ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় যেমন বাংলা, হিন্দি বা ককবরকেও লিখতে পারেন। তবে ইংরেজীতে লিখলে বা ইংরেজী অনুবাদ সঙ্গে দিতে পারলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সুবিধে হবে।

☞ পুলিশ কমিশনের চেয়ারপার্সনকে উদ্দেশ্য করে অভিযোগ পত্র লিখবেন। বর্তমান ঠিকানা ৬/১৪, কুঞ্জবন সরকারী আবাসন এলাকা - ৭৯৯০০৬। টেলিফোনে ০৩৮১-২৩৫ ০০৫৬, ২৩৫ ০১২৫

নিজে এসে বা অন্য কা(র মাধ্যমে বা ডাকযোগেও অভিযোগ পত্র পাঠানো যাবে।

কে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন :

(১) (তিগ্রস্ত ব্যক্তি(বা তাঁর প(ে অন্য কেউ।

(২) জাতীয় বা রাজ্য মানব অধিকার কমিশন।

(৩) পুলিশ।

(৪) অন্য যে কোনো ব্যক্তি(বা প্রতিষ্ঠান। (পুলিশ আইনের 66 (2) ধারা)

কমিশনে অভিযোগ গ্রহণের নিয়ম :

☞ লিখিত অভিযোগ ছাড়াও কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যে কোনো উৎস থেকে খবরের ভিত্তিতে পুলিশের বি(দ্ধে নালিশ গ্রহণ করতে পারেন।

☞ রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক (DGP) পুলিশের বি(দ্ধে কোনো বিষয়ের তদন্তের জন্য কমিশনের কাছে পাঠাতে পারেন। বিষয়টির নিরপে(তদন্ত প্রয়োজন আছে মনে হলে কমিশন তদন্ত করতে পারে (66 (3) ধারা)।

কমিশনের তদন্ত সম্পর্কীয় ক্ষমতা :

অনুসন্ধান বা তদন্তের জন্য কমিশনকে দেওয়ানী আদালতের পূর্ণ (মতা দেওয়া হয়েছে। সেই (মতা বলে কমিশন —

(১) সা(ী ডাকতে পারেন, সা(ীকে হাজির হওয়ার জন্য বাধ্য করতে পারেন, শপথ গ্রহণ করিয়ে সা(ীর বয়ান নথীভুক্ত(করতে পারেন।

(২) যে কোনো দলিল, নথী কমিশনের কাছে দাখিল করার আদেশ দিতে পারেন।

(৩) এফিডেভিট বা হলফনামার মাধ্যমে সা(্য নিতে পারেন।

(৪) গু(ত্বপূর্ণ দলিল খুঁজে আবিষ্কার করার আদেশ দিতে পারেন।

(৫) সা(ী বা প্রমাণপত্র গ্রহণের জন্য অন্য কোনো ব্যক্তি(কে (মতা দিতে পারেন।

(৬) তদন্তের প্রয়োজনে যে কোনো ব্যক্তি(প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপ(কে কমিশন কোনো বিষয়ের উপর তথ্য দিতে আদেশ করতে পারেন। কমিশনের আদেশ মানতে সকলেই বাধ্য থাকবেন। যদি সেই তথ্য কোনো বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর (Previleged document) হয়, তবে সেই শ্রেণীর সুবিধা দাবী করা যাবে যাতে তা জনস্বার্থে প্রকাশ করা না হয়। কিন্তু তথ্যটি ঐ শ্রেণীভুক্ত(কিনা তা কমিশনই স্থির করবেন, যিনি দাবী করছেন তিনি নন। (পুলিশ আইনের 67 ধারা)।

বিভাগীয় তদন্তে কমিশনের নজরদারির ক্ষমতা :

(১) উচ্চপদস্থ (গেজেটেড) পুলিশ অফিসারের বি(দ্ধে অভিযোগের বিভাগীয় (Departmental) তদন্ত বা

ব্যবস্থা কি নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কেপুলিশের মহানির্দেশক প্রতি তিন মাস অন্তর কমিশনের কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন। সেই রিপোর্ট পেয়ে কমিশন প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারেন যাতে দ্রুত তদন্তের কাজ শেষ হয় বা অভিযুক্ত(অফিসারের বি(দ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

(২) বিভাগীয় তদন্তে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটলে বা তদন্তের ফলাফল সম্পর্কে অভিযোগকারী সন্তুষ্ট না হলে তাঁর আবেদনত্র(মে কমিশন তদন্তের রিপোর্ট তলব করতে পারেন, রিপোর্ট বিবেচনায় পুলিশ কর্তৃপ(কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা অন্য কোনো ব্যক্তি(র দ্বারা পুনর্তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন (পুলিশ আইনের 66(4) এবং 66(5) ধারা)।

কমিশনের তদন্তের আইনগত অবস্থান :

(১) কমিশনকে দেওয়ানী আদালতের মতো গণ্য করা হবে। যদি কোনো ব্যক্তি(কমিশনের সামনে বা উপস্থিতিতে কোনো অপরাধ করেন যা ভারতীয় দণ্ড বিধির 175, 178, 179, 180 অথবা 228 ধারায় শাস্তিযোগ্য, কমিশন সেই ঘটনা নথীভুক্ত(করে, অভিযুক্ত(ব্যক্তি(র বক্ত(ব্য লিখে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপযুক্ত(ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠাতে পারবেন।

(২) কমিশনের দ্বারা তদন্ত প্রক্রি(য়া আদালতের বিচার প্রক্রি(য়া বলে গণ্য হবে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি ও ভারতীয় কার্যবিধি অনুযায়ী কমিশন দেওয়ানী আদালত বলে গণ্য হবে। (পুলিশ আইনের 67(2) ও (3) ধারা)।

তদন্ত বা অনুসন্ধানের পরিধি :

পুলিশের গু(তর অসদাচরণ, অন্যায় বা অপরাধ গুলো হলো —

(১) পুলিশ হাজতে মৃত্যু।

(২) গু(তর জখম।

(৩) ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টা।

(৪) বেআইনি গ্রেপ্তার বা আটক।

(৫) মানব অধিকার লঙ্ঘন এবং

(৬) দুর্নীতি। (পুলিশ আইনের 66 ধারা)।

কমিশন এইসব অপরাধের দ্রুত তদন্ত বা অনুসন্ধানের জন্য সহজ ও সং(প্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে কয়েকটি পর্যায়ে।

তদন্তের পদ্ধতি :

প্রথম পর্যায় : অভিযোগ গ্রহণ করে (তিগ্রস্ত ব্যক্তি(বা তার প(যিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন (বাদী) তার এবং অন্য সা(ীদের বয়ান নথীভুক্ত(করেন। যদি কমিশন কোনো অভিযোগ ছাড়াই সংবাদ মাধ্যম বা অন্য কোনো উৎস থেকে খবরের ভিত্তিতে নিজেই তদন্ত গ্রহণ করেন তখন (তিগ্রস্ত ব্যক্তি(বা ঘটনা সম্পর্কে অবগত আছেন এমন কোনো ব্যক্তি(কে তাঁর প(সা(্য দিতে ডাকেন এবং তাঁর বয়ান নথীভুক্ত(করেন।

দ্বিতীয় পর্যায় : সা(্য প্রমাণ থেকে যদি মনে হয় ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা আছে কমিশন তখন অভিযুক্ত(পুলিশ কর্মীকে নোটিশ দেন, সঙ্গে দেয়া হয় নালিশের একটি প্রতিলিপিও। তাঁকে লিখিত ভাবে অভিযোগের উত্তর দিতে এবং কমিশনের সামনে হাজির হতে বলা হয়।

তৃতীয় পর্যায় : অভিযুক্ত(ব্যক্তি(হাজির হলে তাঁর বয়ান লিখে নথীভুক্ত(করা হয়। তাঁকে আত্মপ(সমর্থনের সমস্ত সুযোগ দেয়া হয়। বাদী ও তার সা(ীদের বয়ানের

ও অন্যান্য প্রমাণপত্রের প্রতিলিপিও তাঁকে দেয়া হয়।

চতুর্থ পর্যায় : উভয় প(র সা(্য পর্যালোচনায় যদি মনে হয় কোনো বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য আরও কিছু প্রমাণের প্রয়োজন আছে সে(ত্রে কমিশন সং(-ষ্ট প(কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও সুযোগ দেন।

পঞ্চম পর্যায় : তদন্ত বা অনুসন্ধানের স্বার্থে কমিশন প্রয়োজন হলে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং তৃতীয় ও নিরপে(ব্যক্তি(বা সংস্থার সা(্য বা সাহায্য নেন্।

ষষ্ঠ পর্যায় : ন্যায় বিচারের নীতি অবলম্বন করে দ্রুত তদন্তের কাজ শেষ করে রিপোর্ট তৈরী করা হয়। অভিযুক্ত(পুলিশের বি(দ্ধে অভিযোগের সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে তদন্ত প্রত্রি(য়াকে শেষ করে অভিযোগটি বাতিল করা হয়। যদি সন্তোষজনক প্রমাণ থাকে সে(ত্রে অভিযুক্ত(ব্যক্তি(র উপযুক্ত(শাস্তির উদ্দেশ্যে ফৌজদারী তদন্ত ও বিচার প্রত্রি(য়া এবং প্রশাসনিক তদন্তের নির্দেশ কমিশন দিতে পারেন।

তবে এসব (ত্রে রিপোর্ট চূড়ান্ত করার আগে পুলিশের মহানির্দেশককে তাঁর মতামত জানানোর জন্য সুযোগ দেয়া হয় (পুলিশ আইনের 70 ধারা)।

সাক্ষীর সুরক্ষা :

কমিশনের কাছে নির্ভয়ে সা(্য দিন। সা(ীর বিবৃতি আইনের দ্বারা সুর(ত। এই বিবৃতি অন্য কোনো মামলায় ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতে ব্যবহার করা আইন বি(দ্ধ। তবে কমিশনের কাছে মিথ্যা সা(্য দেবেন না। যদি প্রমাণ হয় সা(ী জেনে শুনে মিথ্যা বলেছেন

সে(ত্রে সা(ীর বি(দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তদন্ত বা অনুসন্ধান শেষে যদি প্রমাণ হয় পুলিশের বি(দ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য নয়, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও ভিত্তিহীন, সে(ত্রে কমিশন অভিযোগকারীকে শাস্তি স্বরূপ জরিমানার আদেশ দিতে পারেন (পুলিশ আইনের 68 ধারা)।

অভিযোগকারীর অধিকার :

(১) যে কোনো ব্যক্তি(পুলিশের বি(দ্ধে গু(তর অপরাধের অভিযোগ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপ(বা পুলিশ কমিশনের কাছে জানাতে পারেন। অভিযোগ গ্রহণ করে পুলিশ কর্তৃপ(যদি অভিযুক্ত(পুলিশ কর্মীর বি(দ্ধে তদন্ত শু(করে সে(ত্রে একই অভিযোগের তদন্ত পুলিশ কমিশন করবেন না। তবে যে অপরাধের তদন্ত পুলিশ কর্তৃপ(শু(করেছেন সেগুলো ছাড়া অন্য অপরাধ যদি অভিযুক্ত(পুলিশ করে থাকেন সেই সব অপরাধের অনুসন্ধান বা তদন্ত কমিশন করতে পারবেন।

(২) পুলিশ কর্তৃপ(যদি অভিযোগ গ্রহণ করে প্রশাসনিক তদন্তে অস্বাভাবিক বিলম্ব করে সে(ত্রে অভিযোগকারী কমিশনকে অভিযোগ জানাতে পারে।

(৩) তদন্ত বা অনুসন্ধানের প্রতিটি পর্যায়ে অভিযোগকারীর জানার অধিকার আছে। তদন্তের ফলাফলও জানাতে হবে তাঁকে। জানাবেন পুলিশ কর্তৃপ(বা পুলিশ কমিশন।

(৪) শুনানীর প্রতিটি তারিখ, সময় ও স্থান অভিযোগকারীকে জানাতে হবে, কারণ শুনানীর সময় উপস্থিত থাকার অধিকার তাঁর আছে।

(৫) প্রশাসনিক তদন্ত নিয়ে অভিযোগকারীর (োভের কারণ থাকলে তিনি পুলিশ কমিশন বা ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপ(র কাছে উপযুক্ত(নির্দেশের জন্য আবেদন জানাতে পারেন (পুলিশ আইনের 72 ধারা)।

কমিশনের প্রতি পুলিশ ও অন্য সংস্থার কর্তব্য :

(১) সব পুলিশ অফিসার এবং পুলিশ কর্তৃপ(কমিশনের কাছে পুলিশের বি(দ্ধে গু(তর অসদাচরণের অভিযোগগুলো তদন্তের জন্য পাঠাবেন।

(২) জেলা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের প্রধান এবং অন্য সরকারী সংস্থাগুলো পুলিশ কমিশনকে তদন্তের কাজে প্রয়োজনীয় তথ্য সহায়তা দেবেন (পুলিশ আইনের 73 ধারা)।

পুলিশের জন্য কমিশনের গাইড লাইন দেওয়ার ক্ষমতা :

পুলিশকে নিরপে(, দ(, কার্যকরী ও জনদরদী শক্তি(হিসেবে গড়ে তোলার জন্য রাজ্য পুলিশ বোর্ড দশটি গাইড লাইনস তৈরী করেছেন। রাজ্য পুলিশ আইনের 66 (6) ধারায় অনুরূপ (মতা পুলিশ কমিশনকেও দেওয়া হয়েছে। এই (মতা বলে পুলিশের অসদাচরণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে কমিশন গাইড লাইন তৈরী করতে পারেন। পুলিশ বোর্ড ও পুলিশ কমিশনের গাইড লাইন মেনে পুলিশকে কাজ করতে হবে।

কমিশনের কাজে বিঘ্ন ঘটানোর শাস্তি :

কমিশনের আইনি প্রত্রি(য়ায় বাধা দেওয়ার শাস্তি জেল বা জরিমানা বা দুটোই হতে পারে। পুলিশের অসদাচরণ বা গু(তর অসদাচরণের দ্বারা (তিগ্রস্ত ব্যক্তি(বা সা(ীদের ভয়ভীতি দেখানো, বা উৎকোচ দেওয়া বা অন্যভাবে প্রভাবিত করাকে কমিশনের কাজে বাধা সৃষ্টি

বলে গণ্য করা হবে। (পুলিশ আইনের 78 ধারা)।

কমিশনের সিদ্ধান্ত, নির্দেশ ও ক্ষতিপূরণের সুপারিশ :

তদন্ত শেষ করে উপযুক্ত(ে(ত্রে কমিশন যেমন অভিযুক্ত(পুলিশের বি(দ্ধে ফৌজদারী মামলা বা প্রশাসনিক শাস্তি প্রত্রি(য়ার নির্দেশ দিতে পারেন তেমনি (তিগ্রস্ত ব্যক্তি(বা তার পরিবারকে (তিপূরণের সুপারিশও করতে পারেন। (পুলিশ আইনের 70 (2) ধারা)।

কমিশনের পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা :

অভিযোগ গ্রহণের পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তার সাক্ষীদের বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য কমিশন রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারেন। (পুলিশ আইনের 67(4) ধারা)।

থানা পরিদর্শনের ক্ষমতা :

থানা, পুলিশ হাজত বা অন্য যে স্থানে কোনো ব্যক্তিকে আটক রাখা হয় সেইসব স্থান কমিশন পরিদর্শন করতে পারেন। (পুলিশ আইনের 67(5) ধারা)।

বার্ষিক প্রতিবেদন :

প্রতিবছর কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী করবেন। সেই রিপোর্টে থাকবে

(১) পুলিশের বি(দ্ধে গু(তর অসদাচরণ সম্পর্কীয় অভিযোগগুলোর সংখ্যা এবং শ্রেণী(

(২) প্রশাসনিক তদন্তে অসন্তুষ্ট হয়ে যে সব ে(ত্রে অভিযোগকারী পুলিশ কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছে তার সংখ্যা ও শ্রেণী(

(৩) যে সব ে(ত্রে কমিশন প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা নির্দেশ দিয়েছেন তাদের সংখ্যা ও শ্রেণী(

(৪) রাজ্য পুলিশের অসদাচরণের ধরন ও ঝোঁক(

(৫) পুলিশের দায়বদ্ধতা বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের কাছে কমিশনের সুপারিশ।

এই বার্ষিক প্রতিবেদন বিধানসভায় পেশ করতে হবে এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

কমিশন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিবেদন তৈরী করতে পারবেন এবং সেই প্রতিবেদনও সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে (পুলিশ আইনের 71 ধারা)। ●

মুদ্রণ : জ্ঞান বিচিত্রা প্রেস, আগরতলা। ফোন ২৩১ ৫১২১ /২৩২ ৩৭৮১